ভার্জিন আলিফ

একটা চিঠি পোস্ট করে দিলে এ ঠিকানায় হয়তো সহজে পৌছে যাবে। কিন্তু খুঁজতে গেলেই হাজারো ঝকমারি। নানা বিড়ম্বনা। এমন এক ঠিকানায় থাকেন তিনি। ঠিক জায়গায় পৌঁছেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বাড়ির নম্বর। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় উল্লাসমুখর কয়েকজন কিশোরকে জিজ্ঞেস করা। নামটা বলতেই এক কিশোর চোখ কপালে তুলে বলল, ও তাকদুম আপার বাড়িত যাইবেন?

এই তাকদুম আপার নাম আলিফ। পুরো নাম আলিফ আলাউদ্দিন। সঙ্গীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী ও শিল্পী সালমা আলীর মেয়ে তিনি। কণ্ঠশিল্পী হিসাবে তাঁর আবির্ভাবও ঘটেছিল মিডিয়াতে। রুনা লায়লার গাওয়া 'ইস্টিশনের রেল গাড়িটা' গানের রিমেক গেয়ে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এখন তাঁর পরিচিতি একজন চৌকস ভিজে হিসাবে। ইটিভির মিউজিক্যাল শো 'ভার্জিন তাকদুম তাকদুম' অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে নতুন মোড়কে সবার দৃষ্টি কেড়েছেন। দর্শকদের কেউ তাঁকে বলেন তাকদুম আলিফ, কেউ ভার্জিন আলিফ। এসব বিশেষণ যে ওই অনুষ্ঠানের সুবাদে এসেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা তাঁর জনপ্রিয়তার দলিলও তুলে ধরে।

অর্থাৎ আলিফ জনপ্রিয়। দারুণ জনপ্রিয়। ইটিভির জনপ্রিয় ভিজেদের একজন। গ্ল্যামারাস। পড়াশোনা করছেন নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, বিবিএতে। পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পচর্চা। শৈশব থেকেই বড় হয়েছেন শিল্পের সুবাতাস গায়ে মেখে। আনন্দকণ্ঠের পক্ষ থেকে আমরা এবার মুখোমুখি সেই তন্বী ভিজে আলিফের।

ঃ আপনি তো সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। উপস্থাপনায় কেন এলেন?

– উপস্থাপক হওয়ার সুযোগ কিন্তু আমি গানের অনুষ্ঠান থেকেই পেয়েছি। ১৯৯৯ সালে আমার একটি অডিও এ্যালবাম বের হয়। ঐ এ্যালবামের ৫টি গান নিয়ে আমার।

৩. একটি একক গঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানটার নাম ছিল 'মিয়ান মাই সং'। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনাও করেছিলাম আমি। সেখান থেকে আমাকে অনেকে পছন্দ করেছে এবং ভিজে হিসাবে ডেকেছে।

ঃ আর কী কী অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেছেন?

–চ্যানেল আই-এর শুরুতে আমি 'চ্যানেল আই মিউজিক' নামে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতাম। এরপর বেনসন এ্যান্ড হেজেস লাইভ কনসার্টে উপস্থাপনা করি। সেখানে জুবায়ের বাবু আমাকে দেখে ভার্জিন তাকদুম তাকদুম' অনুষ্ঠান উপস্থাপনার অফার দেন।

ঃ স্যাটেলাইটের দর্শকরা এমটিভি, ভি চ্যানেলের ভিজে দেখে অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে নিজেদের কাজ কতটা তুলনীয় বলে মনে করেন?

– সময়ের বিচারে বলতে গেলে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। আমরা তো কেবল শুরু করেছি। তবে আমি আশাবাদী। আমরা অবশ্যই পারব। আমাদেরও প্রচুর ছেলেমেয়ে আছে। সুযোগ পেলে এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট পেলে তারা অনেক এগিয়ে যেতে পারবে।

ঃ আপনি কি কাউকে অনুকরণ করেন?

– না। আমি যেভাবে সবসময় কথা বলি, সেভাবেই উপস্থাপনা করি। অনেকেই বলে, আমি এমটিভি নকল করি। আমি এটাকে নকল মনে করি না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে পিছিয়ে পড়তে হয়।

ঃ ওদের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কিংবা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন না?

– মোটেই না। আমরা বাংলায় কথা বলছি। বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলোতে দেশীয় পোশাক পরছি। মোট কথা বাংলা সংস্কৃতির চর্চাই করছি। হয়ত একটু আলাদাভাবে।

ঃ এই আলাদা ভঙ্গিতে উপস্থাপনা করার জন্য কোন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন কি?

– হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হতে হয়। আমাদের কিছু দর্শক আছেন তারা স্যাটেলাইট চ্যানেলে যা দেখতে পছন্দ করেন, তা যদি আমরা করি তাহলে তার সমালোচনা করেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সংস্কারের জন্য মেনে নিতে পারছি না।

ঃ গান কি ছেড়ে দিয়েছেন?

– একদমই না। গান আমার রক্তে মিশে আছে। ভবিষ্যতে গান গাওয়াটাই আমি পেশা হিসাবে নিতে চাই।

ঃ অভিনয় কিংবা মডেলিং করার ইচ্ছা আছে?

– ইচ্ছা তেমন নেই। তবে ভাল কোন নাটকে সুযোগ পেলে এবং ভাল পণ্যের মডেল হবার সুযোগ পেলে করব।

ঃ আচ্ছা, এই এত কিছু যে করেন লেখাপড়ার ক্ষতি হয় না?

–না, হয় না। আমি আসলে জন্মের পর থেকেই এইসব সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। ছোটবেলায় আমি তো নাচও শিখেছি শিবলী মুহাম্মদের কাছে।

ঃ নাচ ছেড়ে দিলেন কেন?

– নাচ শিখেছিলাম নিজের জন্য। নৃত্যশিল্পী হওয়ার ইচ্ছায় নয়। কিছুদিন শেখার পর আম্মুর অসুস্থতার জন্য ব্রেক হয়ে যায়। এরপর আর শুরু করিনি।

ঃ উপস্থাপক হতে হলে যেসব যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন আপনার কি তা আছে বলে মনে করেন?

–নিশ্চয়ই। নইলে সুযোগ পেতাম? উপস্থাপনা করতে হলে বাচনভঙ্গি সুন্দর হতে হয়, কথা বলার সাবলীলতা থাকতে হয়। আমি আমার খালা চিত্রা সুলতানার তরঙ্গ সাংস্কৃতিক একাডেমীতে দীর্ঘদিন এসবের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

ঃ এবার শেষ প্রশ্ন। সঙ্গীত শিল্পী থেকে উপস্থাপক হয়েছেন। কেমন লাগছে?

– ভাল লাগছে। গান গেয়ে আমি যতটা পরিচিতি পেয়েছিলাম উপস্থাপক হয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিতি পেয়েছি। এটা ভাবতে ভাল লাগে। তবু গানের প্রতি আমার ভালবাসাটা বেশি।

লাবণ্য লিপি